দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 21 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষার মান উন্নয়ন

দেশের সার্বিক শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আরও কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত মঙ্গলবার ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তার উদ্বেগের কথা জানিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইউজিসি চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মঞ্জুরী কমিশনকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রায় ১৮শ' কলেজকে ৬ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এর আগে মঞ্জুরী কমিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে কলেজগুলো মান ধরে রাখতে পারছে না, সে কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দেশে শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে এই প্রথমবারই প্রশ্ন উঠেনি, আগেও দেশ-বিদেশের নানা মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। কেন শিক্ষা মানসম্মত নয়– তা নিয়েও এ যাবৎকাল আলাপ-আলোচনা কম হয়নি। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা পরিবেশের অন্তরায়ের পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতিও মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে মনে করা হয়ে আসছে। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও খ্যাতনামা শিক্ষকরা অধিক আয়ের জন্য ছুটি নিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য কোন কর্পোরেট হাউস ও এনজিওতে সংযুক্ত রয়েছেন বছরের পর বছর। আবার অনেকে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা ভার্সিটির শিক্ষকরা ফুলটাইম জব করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দেড় শতাধিক শিক্ষককে এসব কারণে চাকরিচ্যুতও করেছেন। কিন্তু এর ফলে বাস্তব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। মেধাবী শিক্ষকদের চলে যাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গুণগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মেধাবী শিক্ষকদের বিদেশে পাড়ি জমানো সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, উপমহাদেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষকরাই স্বল্প বেতন পায় বিধায় সামাজিক স্ট্যাটাস ধরে রেখে গবেষণা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে সমাজের সর্বত্র। উচ্চমানের শিক্ষা ছাড়া শিক্ষিত জাতি গঠন সম্ভব নয়। আজকের যুগে আধুনিক শিক্ষা ছাড়া উন্নয়নও অসম্ভব। শিক্ষিত মানুষ ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায় না। মূর্খ বা অশিক্ষিত মানুষ অনেক সময় বুঝে না বুঝে ভয়াবহ কাজ করতে পারে। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে নানা নৈরাজ্য বিরাজ করছে। কোন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার বিনিময়ে কেবলমাত্র সার্টিফিকেট প্রদান করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আবার শিক্ষাঙ্গনে ভুয়া ছাত্রেরও ভূরি ভূরি প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। বাস্তবে শিক্ষাখাতে যা ব্যয় হচ্ছে তা থেকে জাতির প্রত্যাশা যথাযথভাবে পূরণ করা যাচ্ছে একথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সকল মহলই একমত যে, শিক্ষা সংকটই দেশের প্রধানতম সমস্যা। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সকল মহলেরই কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী মূলত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তার এই দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এ ব্যাপারে অবশ্যই শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের অধিকতর দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষকদের মূল দায়িত্ব শিক্ষাদান কাজে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও নজর দেয়ার সময় এসেছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত শিক্ষকরা যাতে কোন অবস্থাতেই কনসালটেন্সি বা এনজিওতে মেধা ব্যয় করতে না পারেন, সেই জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কোন আইনের ফাঁক যদি তাদের এসব কাজে সহায়তা করে থাকে তাহলে সে সব ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র সার্টিফিকেটধারী তৈরী করে দেশ, জাতি বা শিক্ষার্থীর কোন উপকার নেই। জাতীয় প্রয়োজনেই প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশ মেধাবীদের ফিরিয়ে আনার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং করছে। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হলে মেধাবী লোক সৃষ্টি করা এবং নিজ দেশে ধরে রাখা জরুরী। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে শিক্ষাখাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্টরা আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন বলে দেশবাসী প্রত্যাশা করে।